তারিখ 04 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

সংবাদ

ভুয়া নিয়োগ বোর্ডে শিক্ষক নিয়োগ!

কেশবপুর বগা শাহ কারারীয়া আলিম মাদ্রাসা

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুর উপজেলার বগা শাহ কারারীয়া আলিম মাদ্রাসায় কোনো নিয়োগ বোর্ড ছাড়াই ডিজি প্রতিনিধিসহ দুই বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সীল জালিয়াতি করে দু'জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ওই মাদ্রাসার সভাপতি ও তেঘরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষক আনিসুর রহমান নেপথ্যে থেকে ৩ লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে যশোর সিটি কলেজের প্রধান সহকারী মিজানুর রহমানের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করেছেন বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত অভিযোগপত্র একাধিক দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বগা শাহ কারারীয়া আলিম মাদ্রাসার কম্পিউটার ও কৃষি শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্যে ২০১৫ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাদ্রাসার সভাপতির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বের নিয়োগ নিয়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় তিনি সময় মত ওই পদে শিক্ষক নিয়োগ দিতে ব্যর্থ হন। অবশেষে গত ২০১৫ সালের ৪ জুন কোনো নিয়োগ বোর্ড ছাড়াই ব্যাক ডেটে তেঘরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষক আনিসুর রহমানের স্ত্রী মাহমুদা খাতুনকে কম্পিউটার শিক্ষক পদে ও কৃষি শিক্ষক পদে শামসুন নাহার শিউলী কে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে নিয়োগ দেয়া হয়। এ সময় জালিয়াতির হোতা আনিসুর রহমান ফলাফল শিটে ডিজির প্রতিনিধিসহ ২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের স্বাক্ষর করানোর জন্য যশোর সিটি কলেজের প্রধান সহকারি মিজানুর রহমানের সঙ্গে ৩ লক্ষাধিক টাকায় চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু মিজানুর রহমান তার কলেজের ডিজি প্রতিনিধি অধ্যক্ষ আবু তোরাব মোহাম্মদসহ একই কলেজের বিষয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের সহকারি অধ্যাপক আবদুল হালিম, গণিত বিভাগের প্রভাষক আশীষ কুমার সরকারের স্বাক্ষর ও সীল জাল করে চূড়ান্ত ফলাফল শিটে স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে ওই মাদ্রাসার সভাপতি ও আনিসুর রহমান নিয়োগ পাওয়া দুই শিক্ষকের বেতন বিলের কাগজপত্র যশোর মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে নিয়ে গেলে জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। এ সময় জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সরকারি এমএম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মিজানুর রহমানকে আহ্বায়ক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খুলনা অঞ্চলের সহ-পরিচালক সিরাজুল ইসলাম (কলেজ) ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খুলনা অঞ্চলের সহ-পরিচালক ইমরান আলীকে (মাধ্যমিক) সদস্য করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। গত ১৯ জুন মাউশি/খুতা/১২২৯ নং স্মারকে এ কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করেন।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সিটি কলেজের প্রধান সহকারী মিজানুর রহমান ২ লাখ ১ হাজার ৫শ' টাকার বিনিময়ে নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ না করায়ে শুধুমাত্র ফলাফল শীটে ডিজি প্রতিনিধি ও ২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ এর স্বাক্ষর, সীল জালিয়াতি করা হয়েছে।

এছাড়া বগা শাহ কারারীয়া আলিম মাদ্রাসার সভাপতি, অধ্যক্ষ নিয়োগ বোর্ডে উপস্থিত না থেকে ফলাফল শীটে স্বাক্ষর করেছেন। ফলে কৃষি শিক্ষা বিষয়ে নিয়োগ পাওয়া শামসুন নাহার শিউলী ও কম্পিউটার বিষয়ে নিয়োগ পাওয়া মাহমুদা খাতুনের নিয়োগ বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম ভুয়া ও জালিয়াতি প্রতিয়মান হয়। প্রতিবেদনের মাধ্যমে ভুয়া নিয়োগ বোর্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এ ব্যাপারে মাদ্রাসার সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা এসএম বাবর বলেন, তার মাদ্রাসার দুই শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল শিটে স্বাক্ষর করানোর জন্য সিটি কলেজের প্রধান সহকারী মিজানুর রহমানের কাছে ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা প্রদান করি এবং এর বিনিময়ে তার কলেজের অধ্যক্ষ ও দুজন বিষয় বিশেষজ্ঞর স্বাক্ষর করান। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমুল হক বলেন, ওই মাদ্রাসার নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো কিছুই তার জানা নেই।